দৈনিক ইত্তেফাক

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি প্রশ্নে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন সংগঠনের সভা-সেমিনার এখনো অব্যাহত রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সভা-সেমিনার আয়োজনে নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ বলেন, সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি আর চটি বইয়ের জ্ঞান নিয়ে শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করা যায় না। তিনি বলেন, শিক্ষানীতির প্রয়োজন রয়েছে, তবে জাতির প্রয়োজনে এর জন্য সম্মিলিতভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানুষকে অমানুষ করার জন্য কোন শিক্ষানীতির প্রয়োজন নেই। মানুষকে মানুষ করার জন্য সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি বলেন, সংবিধানের দুইএকটি অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে নীতি করতে যাবেন না। পুরানো ও বাতিল কোন রিপোর্ট (কুদরত-ই-খুদা রিপোর্ট) নিয়ে নাড়াচাড়া না করে বর্তমান ও বিশ্বায়নকে সামনে রেখে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

সম্মিলিত পেশাজীবী ফোরামের উদ্যোগে গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'শিক্ষানীতি ২০০৯ পর্যালোচনা ও সুপারিশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুজাহিদুল ইসলাম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড. ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু, মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আব্দুর রব, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ভিসি অধ্যাপক ড. কোরবান আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ডীন এ কি ইউ এম বজলুর রশিদ, অধ্যাপক তাজুল ইসলাম। বৈঠকে বক্তারা বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সংবিধান ও দেশের শতকরা ৯০ শতাংশ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জাতিকে বিভক্ত করার জন্যই তড়িঘড়ি করে এ ধরনের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিকে বিভক্ত করা। একে সচেতনভাবেই প্রতিবাদ ও প্রতিহত করতে হবে জনগণকে সাথে নিয়ে।

বক্তারা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও কমিশন বাতিল করে জ্ঞানী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিশন গঠন করে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বাংলাদেশ নেজামী ইসলাম পার্টি আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মূল্যবোধ ও চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯: নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে। পার্টির সভাপতি মাওলানা মো: আব্দুর রাকিবের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন পার্টির মহাসচিব মাওলানা মো: আবদুল লতিফ নেজামী, মাওলানা মো: ইসহাক কামারুজ্জামান শফিউল আলম প্রধান, শামিম আল মামুন, মেজর জেনারেল (অব.) আলম ফজলুর রহমান, মাওলানা আব্দুর রব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন বক্তারা বলেন, সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ শিক্ষানীতিতে ধর্মকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। বক্তার শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিকে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (বেফাক) নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ইসলাম বিরোধী কোন শিক্ষানীতি এদেশে বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না।

মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায় সংগঠনের কার্যালয়ের অনুষ্ঠিত প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় তারা এসব কথা বলেন। সভার প্রধান অতিথি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মহাসচিব মুহাম্মদ আবদুল জব্বার বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির অসঙ্গতিগুলো নির্ধারণ করে তা বাতিলের জন্য আমরা সরকারের কাছে উপস্থাপন করব। মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমীর সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন সংগঠনের সহকারী মহাসচিব মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আশরাফ আলী, মুফতি ওয়াক্কাস, মাওলানা গোলাম মাওলা, মাওলানা মাহফুজুল হক প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারি ঐক্য পরিষদের এক সভায় বক্তার বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে একটি বিশেষ কুচক্রি মহল তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সাধারণ জনগণের মাঝে নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলে দেশের কয়েকলাখ শিক্ষক চাকরি হারাবে বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। রাজধানীর তোপখানা কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ সাজাহান সাজু, চৌধুরী খুরশীদ আলম, রঞ্জিত কুমার সাহা, অধ্যাপক এম এ বারী, আতিয়ার রহমান, আব্দুর রহমান প্রমুখ।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মো:শাহজাহান সাজু মঙ্গলবার বলেন, একটি মহল শুধু রাজনৈতিক কারণেই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিরোধিতা করছেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে মাদ্রাসা শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে এবং স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কয়েক লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার সাথে দেখা করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন।